গণশক্তি
10.07.2020

1882/CR/2020

নদীর গতি পরিবর্তনে ডুবছে বসতবাড়ি-জমি, দাবি বাঁধ নির্মাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা: মালবাজার, ৯ জুলাই– খুলনাই নদীর গতি পরিবর্তনে চিন্তিত চেংমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইবাড়ি এলাকার মানুষ। নদীপাড় ভাঙনের ফলে ইতিমধ্যে ৫০ বিঘা জমি নদীগর্ভে। এলাকার মানুষের আশঙ্কা এইভাবে ভাঙন চলতে থাকলে কয়েকশো বিঘা আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যেভাবে জলস্তর বাড়ছে তাতে এই আশঙ্কা অমলুক নয়।

এলাকার কৃষক আজিজুল হক ও আব্দুল খালেক বলেন, খুলনাই নদীর আগ্রাসন দিন দিন বাড়ছে। শুখা মরশুমে নদী থাকে শান্ত। কিন্তু বর্ষাকালে নেয় ভয়ঙ্কর রূপ। আগে নদী বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ত না। এখন আরও গতিবেগ বাড়ায় আবাদি জমি ও বসতবাড়ি অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ সহ কৃষকরা চাষবাস করার সাহস পাচ্ছেন না। তাই নিজেদের জমি ও বসতবাটি বাঁচাতে অবিলম্বে নদী বাঁধের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদনও করেছেন ব্যবস্থা নেবার। প্রধান জানান, বাঁধ করার মতো অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। তারা এ বিষয়ে সেচদপ্তরকে জানিয়েছেন। সেচ দপ্তরের মাল মহকুমা আধিকারিক কেশব রায় জানান, তারা উচ্চমহলে জানিয়েছেন।

নদীর গতি পরিবর্তনে ডুবছে বসতবাড়ি-জমি, দাবি বাঁধ নির্মাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা: মালবাজার, ৯ জুলাই– খুলনাই নদীর গতি পরিবর্তনে চিন্তিত চেংমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইবাড়ি এলাকার মানুষ। নদীপাড় ভাঙনের ফলে ইতিমধ্যে ৫০ বিঘা জমি নদীগর্ভে। এলাকার মানুষের আশঙ্কা এইভাবে ভাঙন চলতে থাকলে কয়েকশো বিঘা আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যেভাবে জলস্তর বাড়ছে তাতে এই আশঙ্কা অমলুক নয়।

এলাকার কৃষক আজিজুল হক ও আব্দুল খালেক বলেন, খুলনাই নদীর আগ্রাসন দিন দিন বাড়ছে। শুখা মরশুমে নদী থাকে শান্ত। কিন্তু বর্ষাকালে নেয় ভয়ঙ্কর রূপ। আগে নদী বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ত না। এখন আরও গতিবেগ বাড়ায় আবাদি জমি ও বসতবাড়ি অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ সহ কৃষকরা চাষবাস করার সাহস পাচ্ছেন না। তাই নিজেদের জমি ও বসতবাটি বাঁচাতে অবিলম্বে নদী বাঁধের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদনও করেছেন ব্যবস্থা নেবার। প্রধান জানান, বাঁধ করার মতো অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। তারা এ বিষয়ে সেচদপ্তরকে জানিয়েছেন। সেচ দপ্তরের মাল মহকুমা আধিকারিক কেশব রায় জানান, তারা উচ্চমহলে জানিয়েছেন।